আমাদের সময়

তারিখ ... 09 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ......

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগে কমিশন

শিক্ষার মানোন্নয়নে অনন্য উদ্যোগ

| ড. শরীফ এনামুল কবির

মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলে শিক্ষার লক্ষ্য পূরণে বাংলাদেশের সাফল্য এরই মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। প্রধানমন্ত্রী আরও ঘোষণা দিয়েছেন, প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে প্রয়োজনে জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। বাঙালি জাতির জনক ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিক্ষানুরাগের পুরো বৈশিষ্ট্যই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্যে বিদ্যমান। তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে গৃহীত কর্মসূচি এ দেশের শিক্ষার অগ্রযাত্রাকে বহুদূর নিয়ে যাবে

বর্তমান বাস্তবতায় আমাদের দেশীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত। বিপুল পরিমাণ জনশক্তি কেবল মানবসম্পদে পরিণত হতে পারে সঠিক শিক্ষাগ্রহণের মধ্য দিয়ে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার যথাযথ পরিবেশ তথা মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রটির উন্নয়নে বেশ জোরালো পদক্ষেপ নিয়েছে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার। এটি অস্বীকার করার উপায় নেই, বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দ তুলনামূলক কম। শিক্ষাব্যবস্থাতেও রয়েছে পুরনো পদ্ধতি। শিক্ষকদের সময়ের সঙ্গে সর্বশেষ তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞানের অভাব, পুরনো ধ্যান-ধারণা, পাঠ্যক্রম, যোগ্য শিক্ষকের অভাব, বিভিন্ন জায়গায় প্রভাবশালীদের চাপে শিক্ষক নিয়োগে জটিলতা, এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কমিটি গঠন নিয়ে আইনের জটিলতা প্রভৃতি বিষয় সুষ্ঠু শিক্ষা পদ্ধতির অন্তরায়। সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নিজেই বিষয়গুলো স্বীকার করেছেন। এরপর রয়েছে এ খাতে অতীতের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা। সবগুলো কাটিয়ে একটি দক্ষ, গতিশীল, সময়োপযোগী ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এটি কেবল সময়ের দাবিই নয়, শিক্ষার মানোন্নয়নে অপরিহার্যও বটে।

বিদ্যমান পদ্ধতিতে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া অস্বচ্ছ এবং অনেক ক্ষেত্রেই মেধানির্ভর নয়। প্রচলিত পদ্ধতিতে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক পদে নিয়োগ পাওয়ার প্রাথমিক যোগ্যতা হিসেবে এনটিআরসির অধীনে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। কোনো প্রতিষ্ঠান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিলে নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিরা আবেদন করতে পারেন। নিয়োগের জন্য তাদের ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির তত্ত্বাবধানে আরেকটি নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। এই পরীক্ষার পর পরিচালনা কমিটি শিক্ষক নিয়োগ দেয়। এর মধ্যে কলেজের কমিটিকে বলা হয় গভর্নিং বডি ও বিদ্যালয়ের কমিটিকে বলা হয় ব্যবস্থাপনা কমিটি। নিয়োগের ক্ষেত্রে এ কমিটির একচ্ছত্র ক্ষমতা থাকায় পরিচালনা কমিটির বিরুদ্ধে হরহামেশাই অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ওঠে। বর্তমানে সংসদ সদস্যরা নিজ নির্বাচনী এলাকার সর্বোচ্চ চারটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির সভাপতি হতে পারেন। তবে এলাকার অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা কমিটিতেও সংসদ সদস্যদের কর্তৃত্ব থাকে। একজন চাকরি প্রার্থীর জন্য উপরিউক্ত প্রক্রিয়ায় নিয়োগ পাওয়া কেবল গভর্নিং বডি ও ব্যবস্থাপনা কমিটির মর্জির ওপরই নির্ভর করে না, প্রদত্ত শর্ত পূরণ সাপেক্ষেই তা সম্ভব হয়। বিজ্ঞাপিত একটি পদ শেষাবধি ঠিকাদারি কাজের টেন্ডারে পরিণত হয়। ক্রেতারা বিভিন্ন দাম হাঁকে, সর্বোচ্চ দামে বিক্রি হয় শিক্ষকতার পদটি। এই যদি অবস্থা হয়, তবে শিক্ষক তার নৈতিক শক্তিটি কোথায় পাবেন? তার বিনিয়োগকৃত পুঁজি কেবল তো বিদ্যা বা জ্ঞান নয়, বিপুল পরিমাণ অর্থ। দান নয়, তার ব্রত হবে লগ্নিকৃত অর্থ এবং তার বিনিময়ে মুনাফা অর্জন। সারা বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আজকাল তাই তো ঘটছে। আর ওই যে, এনটিআরসির অধীনে অনুষ্ঠিত পরীক্ষা এবং তার ফলাফল অর্থহীন পর্যবসিত হচ্ছে।

দীর্ঘদিন ধরেই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে আলোচনা চলে আসছিল। অবশেষে সরকার পৃথক একটি কমিশন গঠনের ঘোষণা দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে কমিশনের অধীনে জেলা নিয়োগ কমিটির মাধ্যমে নিয়োগেরও একটি প্রস্তাবনা রয়েছে। প্রস্তাবিত এ পদ্ধতিতে শিক্ষক নিয়োগ হবে স্বচ্ছ ও মেধার ভিত্তিতে। মূলত শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি রোধে এ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ঘোষিত কমিশন ও কমিটির নিরপেক্ষতা, পদ্ধতিগত স্বচ্ছতা এবং উন্নত ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সৃষ্টির প্রবল আকাঙ্ক্ষা না থাকলে এ নিয়োগ পদ্ধতিটিও প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না। সরকারকে সেদিকটিও বিবেচনায় রাখতে হবে। আশার কথা যে, সারা দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাদান এবং শিক্ষক নিয়োগে যে অব্যবস্থা বিরাজমান ছিল সে বিষয়টি সরকারের নজরে এসেছে এবং সংকট নিরসনে সরকার উদ্যোগও গ্রহণ করছে।

একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষার মানোন্নয়ন অতীব জরুরি। বিশেষ করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা পদ্ধতির মান উন্নয়ন অপরিহার্য। কচি শিশুরা আগামী দিনের নেতৃত্বের বাহক। শিশু বয়স থেকেই তাদের চেতনায় দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম, ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করা জরুরি। ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভূগোল, কৃষ্টি-সংস্কৃতির পাশাপাশি সমকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকতে হবে। সমকালের আলোয় জীবনকে দেখতে জীবনসংশ্লিষ্ট ও প্রয়োজনীয় বিষয়ে জ্ঞানার্জনের বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে কেবল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরাই শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত করতে পারেন, আর কেউ নয়। তাদের যথাযথ ও সুষ্ঠু শিক্ষা প্রদান করতে পারেন, শিক্ষক হতে পারেন তাদের জীবনের আদর্শ। অভিভাবক, সরকার এমনকি শিক্ষকদেরও বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় রাখতে হবে।

সম্ভবত সরকার সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। তাই হয়তো শিক্ষার মান সংরক্ষণ ও মানোন্নয়নে বর্তমান সরকার শিক্ষাব্যবস্থায় বেশ কিছু সংস্কার এনেছে। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা, সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এর মধ্যে অন্যতম (যদিও শিক্ষকদের প্রত্যাশিত জীবনমানের পক্ষে তা যথেষ্ট নয় বলে তাদের দাবি)। বেশি সুবিধা দেওয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যথাযথ ও মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের নিশ্চয়তা নিশ্চিত করতে চায় সরকার। এরই ধারাবাহিকতায় যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে প্রবর্তিত হয় নিবন্ধন পরীক্ষার। কিন্তু নিবন্ধন সনদ বাণিজ্য ও শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়াটি অস্বচ্ছই রয়ে যায়। গুরুত্বপূর্ণ এ ক্ষেত্রটিকে স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত করার লক্ষ্যেই স্বতন্ত্র শিক্ষক নিয়োগ কমিশন গঠনের প্রস্তাবনা এসেছে। একটি মহৎ উদ্যোগ থেকে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ সম্ভব না হলে যে ক্ষতি সাধিত হয় তা জাতির শতবর্ষের অগ্রগতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সেই দুর্বল পরিস্থিতির মধ্যে যা কিছু উৎপন্ন হয় তা জাতীয় জীবনে বয়ে আনে অপরিমেয় ক্ষতি। সরকারকে সেই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় রাখতে হবে। বিদ্যমান নিবন্ধন পরীক্ষা পদ্ধতি ও নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে প্রস্তাবিত পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য, উপযোগিতা এবং তা কতটা বিজ্ঞানভিত্তিক এবং বাস্তবায়নের অন্তরায়গুলো, সফলতার হার ইত্যাদি বিচার-বিবেচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে নিবন্ধন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে কেন্দ্রীয়ভাবে। আর এটি হবে সরকারি কর্ম-কমিশনের (পিএসসি) আদলে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসি) অধীনে। এতে কেবল পাস প্রথা নয়, থাকবে মেধাক্রমও। প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে করা এই মেধাক্রমের মাধ্যমে সহজেই মেধাবী শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়ন সহজ হবে। আর শিক্ষক নিয়োগও হবে মেধাক্রম অনুসারেই। এতে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়াটি দল, রাজনীতি, স্বজনপ্রীতি, আঞ্চলিকতা, ডোনেশন বা অন্য কোনো অসাধুপায় অবলম্বন রহিত করবে। নতুন এ পদ্ধতি চালু হলে বেসরকারি এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি হারাবে তার একচ্ছত্র ক্ষমতা। এ পদ্ধতি কার্যকর হলে সারা দেশে প্রায় ১৯ হাজার বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সাড়ে ৩ হাজার কলেজ ও সাড়ে ৯ হাজার মাদ্রাসার মাধ্যমে একটি মেধাবী প্রজন্ম গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এ ক্ষেত্রে এনটিআরসির নাম পরিবর্তন করে 'বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন (এনটিএসসি) করা হতে পারে। এ পদ্ধতিতে শূন্যপদের চেয়ে ১০ শতাংশ কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশি উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা করা হবে। এ তালিকা প্রণীত হবে প্রার্থীদের উপজেলা, জেলা ও জাতীয়ভিত্তিক। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কেবল চাহিদার ভিত্তিতে ওই তালিকা থেকে নিয়োগের সুপারিশ করা হবে। পরিচালনা কমিটি শুধু নিয়োগ দেওয়ার কাজটি করবে। এর মাধ্যমে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগের ধারা বন্ধ হবে। বন্ধ হবে পরিচালনা পরিষদের স্বেচ্ছাচারিতা। এ ছাড়া এনটিআরসির বিরুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে সনদ বিক্রির অভিযোগও ছিল। কমিশন গঠনে এটি কমে আসবে। তবে মূল ব্যাপারটি নির্ভর করছে কমিশনের কর্তা কারা হবেন সেটার ওপর। কমিশনের কর্তারাও যদি অসৎপ্রবণ হয়ে ওঠেন, দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে আপস করেন তবে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য কখনোই আসবে না। কিন্তু জাতি আশা করে তা হবে না। সুনীতি, স্বচ্ছতা, দেশপ্রেম হবে প্রতিটি বাঙালির চারিত্রধর্ম।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। আর শিক্ষার মেরুদণ্ড শিক্ষক। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্তত দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি মেনে নেওয়া যায় না। এখনো সমাজে সম্মানীয় ও মহান পেশা বলতে শিক্ষকতাকেই বোঝায়। এর মাধ্যমে সমাজ, দেশ ও জাতি গঠনে কাজ করার সবচেয়ে বেশি সুযোগ রয়েছে। এ কারণে দেশের সেরা মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় আসার সুযোগ করে দিতে হবে। তাহলেই দেশ আরও এগিয়ে যাবে। শিক্ষক নিয়োগে কমিশন গঠন দেশের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে।

এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান কিছু সমস্যার সমাধান অগ্রাধিকার ভিত্তিতেই সমাধান করতে হবে। আগে পরীক্ষা দিয়ে নিবন্ধন নেওয়া প্রায় আড়াই লাখ শিক্ষার্থী কি আবারও কমিশনে পরীক্ষা দেবে? এ ক্ষেত্রে যাদের চাকরির বয়স পার হয়ে গেছে, তাদের কী হবে। কমিশনের যাত্রার আগে এ বিপুল প্রার্থী কি চাকরি জোটাতে পারবে? না পারলে কী হবে? ঘোষণা অনুযায়ী, শিগগিরই পিএসসির আদলে কমিশন গঠন করা হবে। বিসিএসের আদলে শিক্ষক চাহিদা বিবেচনা করে এর থেকে অতিরিক্ত ২০ শতাংশ বেশি প্রার্থী উত্তীর্ণ করা হবে। এটি হলে নতুন পাস করা এসব প্রার্থীর সঙ্গে আগের পাস করা প্রার্থীদের কীভাবে সমন্বয় করা হবে? এমপিও না পাওয়া প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া কী হবে তা এখনো অস্বচ্ছ। এ ছাড়া বিদ্যমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কীভাবে প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ, সহকারী প্রধান বা উপাধ্যক্ষ নিয়োগ হবে– তাও এখনো উল্লেখ করা হয়নি। এসব পদ কী নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হবে, নাকি এনএসসির মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হবে সে সম্পর্কে কিছু স্পষ্ট করে বলা হয়নি। শিক্ষক পদায়ন ও বদলির কথা কিছু বলা হয়নি। কমিশন গঠনের আগে এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের সাফল্য স্বাধীনতার পর এমনভাবে আর কোনোদিনই কোনো সরকার সুস্পষ্ট করতে পারেনি। আজ বিশ্বব্যাপী তা স্বীকৃত। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের ওয়ার্ল্ড এডুকেশন কংগ্রেসের পুরস্কারপ্রাপ্তিই এর জ্বলন্ত উদাহরণ। দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, সারা দেশে অসংখ্য নতুন প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন শিক্ষার ব্যাপক প্রসারে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। উচ্চশিক্ষার প্রসারে প্রতিটি বিভাগে কয়েকটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, নতুন মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলে শিক্ষার লক্ষ্য পূরণে বাংলাদেশের সাফল্য এরই মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। প্রধানমন্ত্রী আরও ঘোষণা দিয়েছেন, প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে প্রয়োজনে জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। বাঙালি জাতির জনক ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিক্ষানুরাগের পুরো বৈশিষ্ট্যই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্যে বিদ্যমান। তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে গৃহীত কর্মসূচি এ দেশের শিক্ষার অগ্রযাত্রাকে বহুদূর নিয়ে যাবে।

লেখক : সদস্য, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন
সাবেক উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল : skabir_ju@yahoo.com